এখনই পদক্ষেপ নিন

শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতিকে লিখুন:

- তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, রাগিহার মনোহরণের পরিবারের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তাদের সন্তানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল সেই সত্য জানার অধিকার তাদের রয়েছে।
- রাগিহার মনোহরণ হত্যার ঘটনা তদন্তে ২০০৬ সালের নভেম্বরে গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য আহ্বান জানান।
- শ্রীলংকার এই ঘটনা ও অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করার আহ্বান জানান।

আবেদনপত্র পাঠান:

President Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka

ফ্যাক্স: 00-94 11 244 6657
ইমেইল: prsec@presidentsoffice.lk / lalith@icta.lk
সম্বোধন: মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহিন্দ রাজাপাকসে / His Excellency the President, Mahinda Rajapaksa

সংহতি জানিয়ে বার্তা লিখুন:

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ঠিকানায় রাগিহার মনোহরণের পরিবারকে সংহতি জানিয়ে বার্তা পাঠাতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক কোন ধর্মীয় কার্ড পাঠাবেন না।

Dr K. Manoharan and his family
c/o Sri Lanka Team,
Amnesty International
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
United Kingdom

AMNESTY INTERNATIONAL

সেপ্টেম্বর ২০১১
সূচি নাম্বার: ASA 37/011/2011
Bengali

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

www.amnesty.org/individuals-at-risk

রাগিহার মনোহরণ-এর জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

রাগিহার মনোহরণ এবং আরো চারজন শিক্ষার্থী ২০০৬ সালের ২ জানুয়ারি শ্রীলংকার নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মারা যায়। রাগিহার মনোহরণের বাবা গুলির শব্দ শুনেছেন। তিনি তার ছেলের হত্যার তদন্তকারীদের সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার কারণে তাকে মৃত্যুর হুমকি দেয়া হয়।

ঘটনার দিন ২ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ রাগিহার মনোহরণ একদল ছাত্রের সঙ্গে ত্রিনকোমালের সাগরতীরে আড্ডা দিচ্ছিল। সেসময়ে একটি ধাবমান অটোরিকশা থেকে আড্ডারত ছাত্রদের উপর গ্রেনেড ছুড়ে মারলে গ্রেনেড বিস্ফোরণে কয়েকজন ছাত্র জখম হয় এবং অনেকেই ছুটে পালায়। ঘটনার পরপরই উর্দি পরা ১০ থেকে ১৫ জন কর্মকর্তা উপস্থিত হন। ধারণা করা হয় তারা বিশেষ বাহিনীর পুলিশ সদস্য। তারা আহত ছাত্রদের তাদের জিপে তুলে নেয় এবং রাইফেলের বাট দিয়ে পেটানোর পর তাদেরকে ধাক্কা মেরে গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, রাস্তায় ফেলার পর তারা গুলি করে পাঁচজনকে মেরে ফেলে; যাদের মধ্যে রাগিহার মনোহরণ রয়েছেন।

মৃত্যুর অল্প কিছু সময় আগে রাগিহার মনোহরণ টেলিফোনে তার বাবাকে জানান যে তাকে নিরাপত্তা বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। তার বাবা ড. কাসিপিল্লাই মনোহরণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শুনতে পান ছাত্ররা তাদের জীবনভিক্ষা চাচ্ছে এবং অস্ত্র থেকে গুলি করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম প্রতিবেদনে জানানো হয় যে শিক্ষার্থীরা গুলিতে মারা গিয়েছে কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী দাবী করে যে তারা গ্রেনেড হামলায় মারা গিয়েছে।

তদন্তকারীদের ২০০৬ সালের ১০ জানুয়ারি সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার পর ড. কাসিপিল্লাই মনোহরণ এবং পরিবারের সদস্যরা হুমকি ও হয়রানির শিকার হন, তাদেরকে মৃত্যুর হুমকিও দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং বিদেশে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর তেরোজন সদস্যকে আটক করা হলেও পরবর্তীতে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই ঘটনা ও অন্য ১১টি মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করতে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তবে, কমিশনের প্রতিবেদন সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হয় এবং সেটি কখনোই প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত কখনো হয়নি এবং রাগিহার হত্যার জন্য কাউকে ন্যায়বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি।

এই ঘটনার পর রাগিহারের বাবা ড. মনোহরণ সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেন এবং তখন থেকে তিনি তার ছেলের হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবী জানাচ্ছেন।

৩-১৭ ডিসেম্বর ২০১১

অধিকারের জন্য লিখুন

অসাধারণ কিছু করুন